জুলাই বিপ্লবগাথা

লেট দেয়ার বি বুলেট

আসাদুল ইসলাম

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

হায়দার ও নিত্রা
মঞ্চ ও মিছিলের প্রিয় মুখ
প্রিয় সহযোদ্ধা
প্রিয় বন্ধু
জুলাইয়ের রক্তাক্ত বাগানে
বা গানে
আমাদের মন ও মনন
হয়ে ওঠে চিরায়ত
বেদনাতুর
অশ্রুর সুর

রক্তচক্ষুর

ব্যালেন্স

শিটে

মৃত্যুর

দাম

একটি

বুলেট

লেট দেয়ার বি বুলেট

জুলাই বিপ্লবগাথা

মিছিল
মিছিল
ক্যাম্পসজুড়ে দীর্ঘ মিছিলের
মাধ্যাকর্ষণ
জুলাইয়ের কন্যারা
মিছিলের অগ্রভাগে
পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে সে মিছিল
ক্যাম্পাসের ডিসকোর্স থেকে
রাজপথের রেসকোর্স
রাজপথ
এক আশ্চর্য রণক্ষেত্র
লড়াইয়ের আদর্শ ল্যান্ডস্কেপ
সংগ্রামের সদর দপ্তর
যেখানে উদ্দেশ্য বিধেয় সব এক হয়ে
উঠে আসে
ইতিহাসের নতুন পত্রপুষ্পের
পলিটিক্যাল থটস
জুলাই
মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে
জন্ম নেওয়া প্রতিরোধের লড়াই
জুলাই
মুক্তি না আসা পর্যন্ত
জুলাই চলমান
জুলাই চলবে

আসাদুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থতালিকা

ঐতিহ্য থেকে প্রকাশিত

১.	পূর্ণদৈর্ঘ্য দহনের লবণাক্ত জলছবি	- কাব্যগ্রন্থ, ২০১১
২.	ঊর্ণনাভের নাভিমূলে নিরাসক্ত ছায়াপথ	- কাব্যগ্রন্থ, ২০১২
৩.	সুশ্রী সর্বনাশের অশুচি সূচিপত্র	- কাব্যগ্রন্থ, ২০১৩
৪.	ধবধবে আঁধারের ধ্রুপদী নদী	- কাব্যগ্রন্থ, ২০১৪
৫.	আটলান্টিক হাসির নির্ঘুম বিদ্যুৎ	- কাব্যগ্রন্থ, ২০১৫
৬.	সবুজ রোদের জ্যোৎস্নায় বৃষ্টিমুখর পাপ	- কাব্যগ্রন্থ, ২০১৬
৭.	ঘুম ঘোড়ার জেগে থাকা দৌড়	- কাব্যগ্রন্থ, ২০১৭
৮.	শূন্যতার পুণ্যগর্ভে বিষণ্ন শূন্য	- কাব্যগ্রন্থ, ২০১৮
৯.	নীরবতার বাঁশিতে তৃষ্ণার ফেরিওয়ালা	- কাব্যগ্রন্থ, ২০১৯
১০.	সাদা কালো হৃদয়ের ঘাসগুলো	- কাব্যগ্রন্থ, ২০২০
১১.	রাত্রির জেব্রা ক্রসিংয়ে হাজার রাত্রির নোটবুক	- কাব্যগ্রন্থ, ২০২২
১২.	ঈর্ষার হ্যাঙারে নারী নক্ষত্র	- কাব্যগ্রন্থ, ২০২৪
১৩.	ওয়েটিং ফর গডো	- নাটকের অনুবাদ, ২০১৪
১৪.	দ্য ম্যাড	- নাট্য সংকলন, ২০১৪
১৫.	জন্ডিস অথবা হাফ লেডিস	- নাটক, ২০১৭

নান্দিক থেকে প্রকাশিত

১৬.	হে প্রেম	- কাব্যগ্রন্থ, ২০২৪

জার্নিম্যান থেকে প্রকাশিত

১৭.	যে তুমি শব্দহীন শহিদমিনার	- কাব্যগ্রন্থ, ২০২৪

মিজান পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত

১৮.	ষড়ভুজ	- নাটক, ২০২৫

ভিকি পাবলিশার্স, গৌহাটি, ভারত থেকে প্রকাশিত

১৯.	নিদ্রামগ্ন ঘোঁরার জাগি থকা দৌর	- কাব্যগ্রন্থ, ২০১৭ (অসমীয় অনুবাদ)

এখন কি শ্রাবণ
চারদিকে মেঘের গন্ধে
অচেনা অস্থিরতার বিন্দুবিন্দু বরফ
কবে থেকে বর্ষাকাল লাল হতে শিখল
এমন বৃষ্টির দিন
বারুদের বৈশাখ হলো কী করে
রক্তের ভেতর বয়ে যাচ্ছে উন্মাদনার
দিন তারিখহীন গহিন স্রোত
আগুনের মৌমাছি মিশে যাচ্ছে
রক্তক্ষরণের খরতাপে
বুকের নদীতে ভেঙে পড়ছে ফুঁসে ওঠা
একশ বঙ্গোপসাগর
লেগেছেরে লেগেছে
রক্তে আগুন লেগেছে
কী করে লাগল আগুন রক্তে
রক্তের নিশ্ছিদ্র দ্রাঘিমায় পৌঁছে গেল আগুনের গ্যালিভার
কখন কীভাবে
এইসব প্রশ্নের আড়ালে
রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাজপথ
পথে পথে শহীদের আত্মার আত্মনিবেদন
রক্তমাংসের আত্মকথা
প্রতিটি রাজপথই আজ শহীদমিনার
প্রতিটি জনপদ যেন মৃতের শহর
জীবিতদের চোখে মুখে মৃতদের ছায়া
থমকে আছে সময়
হিমশীতল হয়ে আছে ঘড়ির কাঁটা
আকাশের চিল
শহরের কাক ও কুকুর

গাছের ফুল ও ফুসফুস
প্রত্যেকের ভেতর বিভ্রান্তির তিরধনুক
এটা কি মানুষের শহর
মানুষ কী করে হারিয়ে ফেলল মানুষের উত্তাপ
কবে থেকে জমা হলো পাপের প্যারাডাইস
রক্ত ও মৃত্যুর মাঝখানে
নীরবতার দ্বীপ
একি কবরের নিস্তব্ধতা
নাকি নতুন করে ফুঁসে ওঠার নিঃশর্ত মধ্যবিরতি
কিংবা পূর্বাভাসের প্রসববেদনা
একটি ঝড়
দুইটি ঝড়
তিনটি ঝড়
অনেক অনেকগুলো ঝড়
একসাথে
একই সমান্তরাল জ্বলে উঠবে
নিঃশব্দের প্রহর বয়ে যায়
ঘণ্টা বাজছে দূরের কোনো দুঃস্বপ্নে
দুঃসময়ের বিদগ্ধ চোরাবালিতে বেড়ে ওঠে
আমাদের সন্তানেরা
তাদের প্রাপ্য ছিল আরও গাঢ় বিশ্বাস ও
বায়ুমণ্ডলের বর্ষণমুখর মহাকাব্য
তবু আমাদের সন্তানেরা বেড়ে ওঠে
অনেক শূন্যতার ভেতর
ভোরের ভূখণ্ড নিয়ে
আহা আমাদের সন্তানেরা
আমাদের প্রিয় সন্তানেরা
কলিজার কাঠবিড়ালি
আমাদের স্বপ্নের সোনালি রোদের রাষ্ট্রদূত
আমাদের সন্তানেরা প্রাণের প্রবাদ
হৃদয়ের গহিন প্রবচন
আমাদের রক্তের সাথে মিশে থাকা
রক্তকরবী

ওরা তরুণ তুর্কি
কিশোর প্রাণের জলপ্রপাত
যার ঝিরঝির শব্দের বাগানে মিশে আছে
আমাদের আগামীর বন্দনাগীত
সুদিনের কোমলগান্ধার
ওদের মায়াবী মুখে পড়েনি
দহনের দাগ
ছলনার ছায়া
কি সতেজ উচ্ছল মন
সবুজ মুখচ্ছবি
ওদের মুখের দিক তাকালে মনে হয়
বেহেশতের বাতাস বয়ে যাচ্ছে বসন্ত দিনে
এমন আদরমাখা লাল টুকটুকে সন্তান
পরানের পরান
আত্মার অনুবাদ
সময়ের ডাক শুনে
পড়ার টেবিল ছেড়ে সরাসরি
নেমে এল রাজপথে
মিছিলে স্লোগান দিতে দিতে
ওরা রাজপথেই মরে গেল
ওরা এল
ওরা মরে গেল
মাঝখানে শুধু মাতৃভূমি
ওদের আত্মত্যাগ
মাতৃভূমিকে ভালোবাসার নতুন শুরু
ওদের আত্মোৎসর্গ
দেশপ্রেমের শেষ পৃষ্ঠা
ওরা সুঠাম শরীরে হাসিমুখে মরে যেতে পারে
ওদের মরে যেতে দ্বিতীয় চিন্তার দরকার পড়ে না
ওরা আসে
ওরা প্রথমবারেই মরে যায়
এইভাবে মরে যাবার নাম আত্মঅহংকার
আমাদের সন্তানেরা মরে যায় বলেই

বন্ধক থেকে ফিরে আসে স্বাধীনতা
আমরা বেঁচে থাকার বড়াই করি আর
নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে
উদয়াস্ত উপভোগ করি
কড়ি ও কদর্য
আমাদের সন্তানেরা
দরজা বন্ধ করে
ঘরে বসে থাকার অন্ধ পাত্র নয়
ওরা ইতিহাসের পাত্রপাত্রী
পড়ার টেবিল থেকে একলাফে
রাজপথ
এরপর মৃত্যু
নীরবতার মহাজাগতিক মর্মপীড়া
ওদের পিছুটান নেই
অগ্রপশ্চাতে কোনো প্রহেলিকা নেই
কুয়াশার ক্যামোফ্লেজ নেই
রাজপথে মরার জন্যই যেন ওদের বেড়ে ওঠা
রাজপথে জীবন দিতেই ওরা জন্মেছিল
ফ্যাসিবাদের কারখানায় কয়লা হবার নিয়তি নিয়ে
ওরা পৃথিবীতে আসেনি
ওদের আগমন
মন থেকে মুছে দিতে ফ্যাসিবাদের ভয়
ওরা নির্ভয়ে
স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসার
একাডেমিক একপাক্ষিক গণ্ডি পেরিয়ে
দাঁড়ায় এসে রাজপথের প্রলয়মেঘে
ওদের কাঁচাহলুদ কণ্ঠ থেকে
শ্রাবণ দিনের স্লোগানে
বজ্র-বিদ্যুতের বিক্ষোভ উঠতেই
ফ্যাসিস্টের গুলিতে ওরা শহীদ হয়ে যায়
বেঁচে থাকার জন্য ওরা বেচাবিক্রির
বিবিধ কারসাজি জানে না
ওরা জানে শুধু শর্তহীন মৃত্যু

স্লোগান দিতে দিতে মরে যাওয়াই ওদের জীবন
এত সহজ মৃত্যু
দেশের জন্য এত সহজেই
এত সানন্দে
দুই হাত প্রসারিত করে মরে যাওয়া যায়
এমন মৃত্যু কবে
কোথায় এসেছিল
কোন কালে
কোন দেশে এসে ছুঁয়ে গেছে
এত সরল সাধারণ
অসাধারণ মৃত্যু
এত একরোখা
এত ঐকান্তিক
কে কবে এমন করে মরেছিল আগে
এভাবেও মরে যাওয়া যায়
দেশের জন্য মরে যেতে একটুও ভাবতে হয় না
ওরা আসল
দেখল
মরে গেল
দ্বিধাহীন মৃত্যুর বিরল দৃশ্যের বাংলাদেশ
সন্তানের মৃত্যুকে দেখতে হয়
দর্শকের চোখে
এমন ফ্যাসিবাদের ফলভরানত মৌসুম
জবরদখলের রক্ত ও রাজনীতি
কে কবে দেখেছে মানশ্চক্ষে
আমরা বেঁচেছিলাম সন্তানের মৃত্যু দেখে দেখে
আমাদের সন্তানেরা লড়েছে
অক্ষশক্তির দ্রাঘিমাংশে দাঁড়িয়ে
যেখানে রাষ্ট্র ও রঙ্গমঞ্চ একসাথে পতিত ওষ্ঠে
চুমু খায়
যেখানে রক্তচক্ষুর চোখ ভিজে যায়
কুমিরের ক্রন্দন পটীয়সী বেদনায়
হায়

আমাদের সন্তানেরা এভাবে মরে যায়
এভাবে তারা আত্মার ভেতর লুকিয়ে রাখে
গোটা একটা দেশ
দেশপ্রেমে তারা দ্বিধাহীন
দেশকে ভালোবেসে
নির্দ্বিধায় তারা মরে যায় রাস্তায়
ক্ষমতালোভীর জেদের কাছে
আমাদের সন্তানেরা অতি তুচ্ছ
নগণ্য
তালপাতার সেপাই
ওদের দিকে বন্দুক তাক করে ধরতে
ক্ষমাহীন ক্ষমতাধরদের বুকের মধ্যে
একটুও অনুভূত হয় না
কম্পনের একবিন্দু বিষাদ
যেন বুলেট ওদের প্রাপ্য
লেট
দেয়ার বি বুলেট
মৃত্যু ওদের নিয়তি
আমাদের সন্তানেরা রাজপথে মরে যাবার ভাগ্য নিয়ে জন্মায়
কালো রেজিমের রোমহর্ষক দিনে
আয়না ঘর
গুম ঘর
ক্রসফায়ার
বন্দুক যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে বেঁচে থাকাই যেখানে বিস্ময়কর গল্প
সেখানে রাজপথের লড়াই
অকল্পনীয় স্পর্ধার সহজপাঠ
আমাদের সন্তানেরা মরে যায়
স্পর্ধার সুতীব্র চিৎকারে
আমাদের সন্তানেরা কালের আবর্তনে
কালপুরুষ
তারা মৃত্যুকে বানিয়েছে স্বাধীন
জীবনকে করেছে সার্বভৌম
ওরা পরাজয়ে ডরে না বীর

ওদের অস্ত্রের নাম সাহস ও স্পর্ধা
রাষ্ট্রের আমদানিকৃত চর্বিত চর্বণ
গর্বিত গোলাবারুদ
সঘন মহড়া
সাঁজোয়া যান
খুঁতখুঁতে খাকি উর্দি
আড়িপাতা যন্ত্র
প্রাইভেট প্রটোকল
গন্ধগোকুল গোয়েন্দা কাহিনি
ওদের সাহসের কাছে সমস্তই খয়রাতি
ওদের স্পর্ধার সামনে বন্দুকের নল নিতান্তই
বর্ণপরিচয়হীন অনাথ
অন্ত্যজ
ওরা রক্তচক্ষুকে দেখায় রক্ত গোলাপ
ওদের সাহসের সামনে
উষ্ট্রের গলা ধরা নামে রাষ্ট্রীয় মিশন
শনশন বয়ে যায় শীতের শরীর
ওরা কলকে বিকল করে দেয়
বাতাসকে বানায় তাসের ঘর
ওরা ঘর ছেড়ে পথে নেমে
মরে যেতে পারে
ওরা জুলাইয়ের দিনে
রক্তপদ্মের মতো
স্লোগানে স্লোগানে ফুটে ওঠে
রাজপথে
জুলাইয়ের রক্তকমলের দিনে
ওরা এল
ওরা মরে গেল
আর এলোমেলো হয়ে গেল কর্তৃত্ববাদের কুতুবমিনার
আমাদের সন্তানের এক ফোঁটা রক্তের দাম
এক পৃথিবীর চেয়ে মূল্যবান
সেই সন্তানেরা রাজপথে এসে
কর্তৃত্ববাদের গুলিতে

পাখির মতো মরে যায়
সেই সন্তানের বুক ঝাঁজরা হয়ে যায়
শত শত বুলেটের বজ্রপাতে
আমাদের সন্তানেরা মরে যায় এক রক্তাক্ত শ্রাবণে
আমাদের সন্তানেরা মরে যায় বাংলা কারবালায়
আমাদের সন্তানেরা মরে যায় জুলাইয়ের দিনে
এক আধুনিক গণহত্যায়
চোখের সম্মুখে
গণহত্যার গহিন অন্ধকার
আমাদের বোধ ও বুদ্ধি ঝুলে থাকে দাম্ভিক ইহকালে
বাতাসে দোল খায় বিবেকের বাগধারা
আমাদের চোখ হারিয়ে ফেলেছে দৃষ্টিশক্তির দ্বিপ্রহর
বিধিনিষেধ আর অনিশ্চয়তায় উপকূলে ডুবছে
চাহনির শেষবিন্দু
আমরা অন্ধ
একটি গণহত্যাকে চাক্ষুষ দেখেও যেন
আমরা দেখতে পারছি না
আমাদের সন্তানেরা মরছে
আমাদের ছাত্ররা মরছে
যেন এটাই ওদের ভাগ্য
আমরা মেনে নিয়েছি
ওরা মরবে
ওদের মৃত্যুতে ফ্যাসিবাদের জমিন হবে
জাহেলিয়াতের জতুগৃহ
শক্ত হবে রক্তচক্ষুর হাত পা মাথা ও
মন্ত্রশক্তি
ভক্তির ভিক্ষুকেরা নুয়ে পড়বে পদচুম্বনে
শিককাবাব সমিতি
রং ঢং সং সমিতি
পেশিজীবী পরিষদের ক্লাউনেরা
মুখে ও মূর্খতায়
জিঘাংসার রক্ত মেখে
আনন্দের আতিশয্যে

মূর্ছা যাবে বারবার
আর দিগ্‌ভ্রান্তের মতো
জয়ধ্বনিতে জয়োল্লাসে মুখরিত করবে চতুর্দিক
এই নিয়তি মেনেই
আমরা দর্শক গণহত্যার
সময় এভাবেই বয়ে যাবে
সময় এভাবেই দুঃসময়ের ভাঁজে ভাঁজে
রেখে যাবে রক্তের দলিল
আমরা বয়ে বেড়াব
সন্তান হত্যার কষ্ট ও কলঙ্কিত উপাখ্যান
যুগের পর যুগ
সময় এভাবেই রক্তচক্ষুর শক্তিশালী হাত ধরে
গণহত্যা
গণকবর
গনবিক্ষোভ
গণঅভিশাপ পার হয়ে
চলে যাবে একবিংশ শতাব্দীর শেষ সীমায়
আমরা পড়ে রইব চব্বিশে
আমাদের সম্বল শুধু
সন্তান হারাবার শোক
আমাদের সন্তানেরা মরে যাবে
প্রকাশ্য রাজপথে গুলি খেয়ে
যন্ত্রণায় নীল হতে হতে
রক্তে ভেসে যাবে
আমরা সব মেনে নিয়েছি
মৃত্যু হত্যা লাশ
শব
উৎসব
হঠকারিতা হরিলুট হলাহল
আসলে আমরা কিছুই মেনে নেইনি
আমরা সন্তান হত্যাকে মেনে নেব
এতই মেরুদণ্ডহীন
বিবেক বর্জিত
কাপুরুষ বোকা চিন্তাশূন্য

অপূর্ণ মানুষ আমরা
সন্তানের মৃত্যু দেখে দেখে কাটিয়ে দেব একশ বছর
পার করে দেব
শীত বসন্তের ঠান্ডা প্রবৃদ্ধি
চোখের সামনে দেখে যাব হত্যাযজ্ঞের
নৃশংস প্রশংসা
গণহত্যার দর্শক হয়ে রইব অনন্তকাল
কিছুতেই নই
কোনোভাবেই সম্ভব নয়
সন্তানের জন্য শুধু বিলাপ
ক্রন্দন
আহজারি
বুকফাটা চিৎকার
তীক্ষ্ণ আর্তনাদ
শোকে মুহ্যমান
অস্থিরতা
প্রার্থনা
না
খুনিদের জন্য অন্তহীন অভিশাপ দিয়ে যাব
খুনিদের মাথায় খুলে পড়ুক অশরীরী আকাশ
আমাদের সন্তান হত্যার দায়ে
খুনিরা খুদাই হয়ে যাক ইতিহাসের
ইতস্তত আস্তাকুঁড়ে
এক সন্তানের মৃত্যুতে
হাজার সন্তান এসে শামিল হোক
প্রতিরোধের মিছিলে
হত্যার বিরুদ্ধে আমাদের ক্রোধ সীমাহীন
হত্যার বিপরীতে আমাদের ঐক্য
ইস্পাত কঠিন
আমাদের লড়াই চলমান
খুনিদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে
শুধু বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবার জন্য
আমাদের সন্তানেরা রাজপথে